দৈনিক সংবাদ 52

তারিখ 27 MAY 1989
৭ কলাম

সংবাদ

ঢাকা: শনিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

সরকারী উচ্চপদে অনভিজাতরা পিছু হটছে

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কম অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েদের সরকারী উচ্চপদে চাকরির হার ক্রমাগত কমছে।

সরকারী চাকরিতে কী ধরনের ছেলেমেয়েরা উচ্চ পদে চাকরি করে তাদের পটভূমি নিয়ে একটি গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন উক্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে।

আমাদের সাদা চোখে ব্যাপারটি ধরা পড়লেও এ যাবৎ কোন প্রামাণ্য তথ্য ছিল না। গবেষণা করে এই জানা ব্যাপারটিকে তথ্যভিত্তিক রূপ দেয়া হয়েছে।

সুতরাং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গত একদশকের উপর ধরে দেখা গেছে যে, এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনের মেধা তালিকায় গ্রামের স্কুলের কিংবা কোন জেলা শহরের সাধারণ স্কুলের কোন ছাত্রের নাম থাকে না। ঢাকা শহরের দু'একটি নামীদামী স্কুল ও ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররাই মেধা-তালিকার অর্ধেকের বেশী অধিকার করে বসে থাকে।

শিক্ষা নানা কারণে এখন ব্যয়বহুল। একজন গরীব ছাত্রের পক্ষে সেই ব্যয়বহন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যেখানে গ্রামের ছাত্রদের শতকরা নব্বই ভাগের উপর কেউই গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশুনা চালাতে পারে না। সেখানে একাধিক গৃহশিক্ষকের সাহায্যপ্রাপ্ত মেধাবী ছেলেটি সর্বোচ্চ স্থান দখল করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই কিংবা সন্দেহ করার মত কারণ নেই।

তবুও একসময় মফস্বলের স্কুল থেকে সর্বোচ্চ স্থান পাওয়া ছাত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। বাংলাদেশ হওয়ার পর তা প্রায় বিরল হলেও বছর দশক আগে একেবারে আজকের মত তা শূন্যের কোঠায় পৌঁছেনি।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, গ্রাম এবং জেলা শহরের বহু স্কুলে এবং এমনকি ঢাকা শহরেরও অনেক স্কুলে ক্লাসে শিক্ষাদানের ব্যাপারটি প্রায় রূপকথায় পর্যবসিত। গৃহশিক্ষক ব্যতীত পড়াশুনার পথ কার্যতঃ বন্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েরাই পরীক্ষায় শীর্ষস্থানগুলো দখল করতে পারে। দরিদ্র পরিবারের ছাত্ররা মেধার ছাপ পরীক্ষার খাতায় রাখার সুযোগ পায় না।

শিক্ষাদান ব্যবস্থাটার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকেই দায়ী করতে হয়। ছাত্রদের নয়। আসন সংখ্যা সীমিত বলে শহরের বহু মেধাবী ছাত্র পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নামকরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। নিজের চেষ্টায় পরীক্ষায় কৃতিত্বের ছাপ রাখার প্রাথমিক সুযোগটুকুও তার অপ্রাপ্য।

সুতরাং কম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই পিছুটান তাদের থেকেই যায়। আবার সেখানেও আছে গ্রুপিং। সেটা একই সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। সচ্ছল পরিবার এবং একই সাথে অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দক্ষতা এখানে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভের পক্ষে অনেকটা সহায়ক।

এসব বিষয়গুলো অলিখিত। এনিয়ে গবেষণা কোন মহল যদি নিরাসক্তভাবে চালাতে পারে তবে কোথায় কী ঘটছে, কেন ঘটছে তার চমকপ্রদ তথ্য মিলতে পারে।

একমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান যাদের সুদৃঢ় তাদের পক্ষে পরীক্ষায় কৃতিত্বের প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ সম্ভব। অবশ্য এক্ষেত্রে মেধার বিষয়টি অবশ্যই থাকতে হবে।

সুতরাং ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকারী উচ্চপদে কম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের চিত্রটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সার্বিক সাহায্য করে না। তবে প্রবণতাটা কোনদিকে তা স্পষ্ট বেরিয়ে আসছে।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট চাকুরেদের পিতার আয় সংক্রান্ত বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয় বলে গবেষকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রদত্ত আয় সংক্রান্ত তথ্য অনির্ভরযোগ্য হওয়ার পেছনে অনেক কিছু কাজ করে। প্রকৃত আয়টা অনেক সময় অনেকে কমিয়ে দেখান। কেউকেউ নামী স্কুলে ছেলেকে ভর্তির জন্য আয়ের অঙ্কটা আবার ফাঁপিয়ে দেখান। কারণ ছেলের খরচ বহনের ক্ষেত্রে পারিবারিক কৃচ্ছ্রতা থাকলে স্কুল কর্তৃপক্ষ নাখোশ হতে পারেন। কারণ কোচিং-এর জন্য প্রয়োজন ছাত্রের শাসালো পিতার। ভর্তির সময় ছাত্রের পিতার দারিদ্র্য টের পেলে ছেলেটির ভর্তি হওয়া দায়। এ ধরনের মানসিকতার খোঁজ-খবর গবেষকরা রাখেন কিনা জানিনা, কিন্তু এটা নির্মম সত্য। যদিও ঘটনা হিসাবে এটা এখনও বিরল।

কাজেই: শিক্ষা যত ব্যয়বহুল হচ্ছে ততই সরকারী উচ্চপদে চাকরিপ্রাপ্ত সচ্ছল পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে।

অসচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যা অর্জনের বাধা ক্রমেই দুস্তর হয়ে উঠেছে। চাকরিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় তাদের সফল হবার মত কৃতিত্ব অর্জন তো সেই একই বাধার দেয়ালে মাথাকুটে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষার সুযোগলাভের ক্ষেত্রে বাধা এবং বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী উচ্চপদে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের প্রবেশের সুযোগ লাভকে ক্রমেই অসম্ভব করে তুলেছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কিনা, তা উঠে আসেনি। সরকারী উচ্চপদে চাকরির হার কমেছে কম অবস্থাপন্ন বা অনভিজাত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে। সেখানে বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা কতটা দায়ী তা জানা গেলে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেত। কিন্তু যেটুকু পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় যে, যতদিন যাচ্ছে বিদ্যার সঙ্গে ধনের কৌলীন্যের বন্ধন ক্রমেই নিবিড় হচ্ছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে সেই সত্যই ধরা পড়েছে।